"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা-পরমাত্মার মিলনই হলো সত্যিকারের সঙ্গম অথবা কুম্ভ, এই মিলনের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও, স্মরণ-চিহ্ন হিসেবে পুনরায় সেই মেলা পালন করা হয়"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ বিষয়ে অনেক অনেক বিচক্ষণতা চাই ?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের যে সংবেদনশীল কথা গুলি রয়েছে, সেগুলিকে বোঝার জন্য বিচক্ষণতা চাই। যুক্তির দ্বারা জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গকে প্রমাণ করতে হবে। এমন করে বোঝাতে হবে যেমন করে ইঁদুর ফু-ও(অবশ করে) দেয় আবার দংশনও করে, সেইভাবেই সার্ভিসের যুক্তি রচনা করতে হবে। কুম্ভমেলায় প্রদর্শনী করে অনেক আত্মাদের কল্যাণ করতে হবে। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিতে হবে।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে....

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন যে পাপের দুনিয়াকে কলিযুগীয়, পতিত, ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়ে থাকে, আর পুণ্যের দুনিয়াকে সত্যযুগীয়, পবিত্র, শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বলা হয়। পরমাত্মাই এসে পুণ্যাত্মা, পবিত্রাত্মা বা পুণ্য দুনিয়া রচনা করেন। মানুষ ডাকে -- পতিত-পাবন বাবাকে কারণ স্বয়ং পবিত্র নয়। যদি মনে করে পতিত-পাবনী হলো গঙ্গা বা ত্রিবেণী, তাহলে ডাকে কেন যে পতিত-পাবন এসো ? গঙ্গা আর ত্রিবেণী তো আছেই, ও'গুলি থাকতেও ডাকতে থাকে। বুদ্ধি তারপরেও পরমাত্মার দিকে চলে যায়। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, ওঁনাকে আসতে হবে। কেবল আত্মা নয় উপরন্তু পবিত্র জীবাত্মা বলা হবে। এখন পবিত্র জীবাত্মা তো কেউই নেই। পতিত-পাবন বাবা আসেনই তখন, যখন সত্যযুগীয় পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করতে হবে আর কলিযুগীয় দুনিয়ার বিনাশ করতে হবে। অবশ্যই সঙ্গম যুগেই আসবেন। সঙ্গমকে কুম্ভও বলা হয়। ত্রিবেনীর সঙ্গম, তার নাম রাখা হয়েছে কুম্ভ। বলা হয়ে থাকে তিনটি নদী পরস্পর মিলিত হয়। বাস্তবে হলো দু'টি নদী। বলে থাকে যে তৃতীয় নদীটি হলো গুপ্ত। তাহলে কি এই কুম্ভের মেলায় পতিত থেকে পবিত্র হবে ? পতিত-পাবনকে তো অবশ্যই আসতে হবে। জ্ঞানের সাগর হলেন তিনি। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করা, কলিযুগকে সত্যযুগে পরিণত করা, এ তো পরমপিতা পরমাত্মারই কাজ, না কি মানুষের। এ'সব হলো অন্ধ বিশ্বাস। এখন অন্ধদের লাঠি চাই। তোমরা এখন লাঠি হয়েছো, পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে। লাঠিও নানাধরণের হয়ে থাকে। কোনো লাঠি ১০০ টাকার, আর কোনোটি দু টাকাতেও পাওয়া যায়। এখানেও সবকিছু নম্বরের অনুক্রমে রয়েছে। কেউ-কেউ তো অনেক সার্ভিস করে। যখন অসুখ করে তখন সার্জেনকে ডাকতে হয়। এখন এই হলোই পতিত দুনিয়া। তোমরা পবিত্র হতে চলেছো। বলা হয়ে থাকে আত্মা-পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল ধরে তারপর যখন পরমপিতা পরমাত্মা অনেক আত্মাদের মধ্যে আসেন, তখন তাঁকে বলা হয়ে থাকে সঙ্গমের কুম্ভ।

মানুষ কুম্ভের মেলায় গিয়ে অনেক দান করে থাকে। তাতে উপার্জন হবে সাধু-সন্তদের আর গভর্মেন্টের। এখানে তোমাদের তন-মন-ধনসহ সবকিছু দান করে দিতে হয় পতিত-পাবন বাবাকে। তিনি আবার ভবিষ্যতে তোমাদের স্বর্গের মালিক করে দেন। ওরা নাম করে ত্রিবেনীর আর দান দিয়ে থাকে সাধু-সন্তদের। বাস্তবে সঙ্গম তাকে বলা হবে যেখানে সমস্ত নদীগুলি এসে সাগরে মিলিত হয়। সেখানে সাগর তো নেই। এখানে তো নদীগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। নদী এবং সাগরের মিলনকে সত্যিকারের মেলা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এও ড্রামায় নির্ধারণ করা আছে। এতে গভর্ণমেন্টেরও রেল, মোটরগাড়ি, জমিজমা ইত্যাদি থেকে অনেক উপার্জন হয়। তাহলে এ মেলা বসে উপার্জনের করার জন্য। এ'সব কথাগুলিকে তোমরা জজ করতে পারো কারণ তোমরা ঈশ্বরীয় মতে রয়েছো। তাহলে কুম্ভ মেলার অর্থ বেরোনো উচিত। বাবা রচনা(নিবন্ধ) দেন। যারা সেন্সিবল বাচ্চা তাদের তুলে নেওয়া উচিত। নাম্বার ওয়ান সব থেকে সেন্সিবেল হলেন মাম্মা, তারপর দ্বিতীয় হলেন সঞ্জয়। যাকে আবার বন্টন করার জন্য পর্চা তৈরী করতে হবে। এই ত্রিবেনী পতিত-পাবন নয়। পতিত-পাবন তো হলেন সকলের সদগতিদাতা একমাত্র শিববাবা। ত্রিবেণীকে তো সদ্গতিদাতা বলবে না। এই নদীগুলি তো রয়েছেই। আসার কথা নেই। গেয়ে থাকে -- পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করো, তাহলে এই পর্চা বেরোনো উচিত -- বোন-ভাইয়েরা, পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা নাকি এই নদীগুলি ? এরা সর্বদাই আছে। পরমাত্মাকে ডাকা হয়ে থাকে আসার জন্য। বাস্তবে পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র পরমাত্মা, আত্মারা এবং পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল.... সেই সদ্গুরু এসে সকলকে সদ্গতি প্রদান করে ফিরিয়ে নিয়ে যান। জ্ঞান-স্নান তো বাস্তবে পরমপিতা পরমাত্মার থেকে করা উচিত। পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা পরমপিতা করিয়ে থাকেন। তোমরা তা জানো না।

ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তখন সেখানে দেহী-অভিমানী দেবতারা থাকতেন। তাকে শিবালয় বলা হয়। এখন কুম্ভে গিয়ে বাচ্চাদের প্রদর্শনী করা উচিত, বোঝানোর জন্য। বোঝাতে হবে যে পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। তিনি বলেন -- আমি আসি তখন, যখন পতিত থেকে পবিত্র করতে হয়। তাহলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। রাখীবন্ধন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ করায়, না কি সাধুসন্তের সঙ্গে। প্রতিজ্ঞা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে, নাকি ত্রিবেণীর সঙ্গে। হে পিতা, আমরা তোমার শ্রীমতানুসারে পবিত্র হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করি। বাবাও বলেন আমি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে দেবো। এ হলো বাবার ইশারা। এখানে সেবাধারী অতি তীক্ষ্ণ চাই। চিত্রও আরো তৈরী করতে হবে। এর জন্য ভালো মণ্ডপ (প্রদর্শনীর স্থান) নিতে হবে। তোমাদের শত্রুও অনেক হবে, যেকোনো সময় আগুন লাগাতেও দেরি করবে না। কারোর ঝগড়া করতে হবে তো কেউ গালাগাল দিতে লেগে পড়বে। তোমাদের তো নিরহংকারী হয়ে সাইলেন্সে থাকতে হবে। ব্রহ্মা কুমারীরা বিখ্যাত হয়ে গেছে। পর্চা (লিফলেট) ইত্যাদি অবশ্যই বন্টন করতে হবে। কুম্ভের মেলাকে বিশেষ মহত্ব দিতে হবে। বাস্তবে মাহাত্ম্য হলো এখনকার। এও হলো ড্রামার খেলা। ওখান থেকেও কারোর কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম করতে হয়। কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে পরিশ্রমের দরকার। কুম্ভের মেলায় প্রদর্শনী করার জন্য হিম্মত চাই, জানা-চেনা চাই, যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে অতীত পাবনকে মানুষ পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে স্মরণও করে, কেউ মারা গেলে তখন বলবে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। সেখানে তো অনেক মালপত্র থাকে সেখান থেকে পুনরায় এখানে ডেকে খাওয়াও কেন তোমরা শ্রীনাথের মন্দিরে দেখবে কত ধন-সম্পদ রয়েছে। আর জগন্নাথ পুরী বাস্তবে হল একই কথা কিন্তু ওখানে শ্রীনাথ দ্বারিকায় দেখবে যে অনেক বৈভব রয়েছে আর জগন্নাথ পুরীতে কেবল সাধারন চালের ভোগ নিবেদন করা হয়। ঘি ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এই পার্থক্য বলে দেয় -- গৌরবর্ণের হলে তখন এত ধনসম্পদ আর শ্যামবর্ণের হলে তখন শুকনো চাল। রহস্য অতি সুন্দর। এ'কথা বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। শ্রীনাথ দ্বারিকায় এত ভোগ নিবেদন করা হয়, সেইজন্য পূজারীরা দোকানে বিক্রিও করে। তাদের উপার্জনের আধারও এর উপরেই নির্ভর করে। পায় বিনা পয়সায় (ফ্রী) তারপর উপার্জন করে। তাহলে দেখো কত অন্ধশ্রদ্ধার কথা। এ হলো ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ হলো সদগতির মার্গ, গঙ্গাস্নানের দ্বারা থোড়াই সদগতি হয়। অত্যন্ত যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে হবে। যেমনভাবে ইঁদুর ফুঁ দিয়ে দংশন করে। অতি বিচক্ষণতা চাই বোঝার জন্য আর তারপর বোঝানোর জন্য। কত সংবেদনশীল কথা। মানুষ বলে যে হে পরমপিতা পরমাত্মা তোমার গতি-মতি তুমিই জানো। এর অর্থ তো বোঝেইনা। তোমার শ্রীমতের দ্বারা যে সদগতি প্রাপ্ত হয় তা তুমিই করতে পারো, আর কেউ করতে পারে না। সকলের সদগতিদাতা হলেন একজনই। 'সর্ব' শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। অনেক বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু সমঝদার তো অতি কম বেরোয়। প্রজা তো অনেক হতেই থাকে।

মানুষ ঈশ্বরের নামে অনেক দানপুণ্য করে সেইজন্য এক জন্মের জন্য ফল পেয়ে যায়। এখানে তো ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলে শক্তি পাওয়া যায়। এরা ঈশ্বরকে জানেই না তাই শক্তিও থাকে না। হিন্দুদের গুরু-গোঁসাই তো অনেক রয়েছে। খ্রীষ্টানদের দেখবে একজনই আছে। একজনের কত রিগার্ড(সম্মান) আছে। রিলিজিয়ান ইজ মাইট(ধর্মই শক্তি) বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা রিলিজিয়ানকে বুঝেছো তাই কত শক্তি পাওয়া যায়। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, সকলকে এই বশীকরণ মন্ত্র দাও। বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন -- যেখান থেকে তোমরা এসেছিলে তা স্মরণ করো তবেই অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হতে পারবে। পাপ দগ্ধ হয়ে যাবে। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে, যার মাধ্যমে সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে চলে আসে। গৃহস্থী জীবনে থেকে দেহের সর্ব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধি বের করে দিয়ে বাবাকে সাথে যুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। যাতে অন্তিমসময়েও তিনিই স্মরণে আসেন। আর কেউ স্মরণে আসলে তখন সাজা ভোগ করতে হবে আর পদও কম হয়ে যাবে। তাহলে বাস্তবে কুম্ভ কল্পের সঙ্গমকে বলা হয়ে থাকে, যখন আত্মাদের এবং পরমাত্মার মিলন হয়। পরমাত্মাই এসে রাজযোগ শেখান। তিনি হলেন পুনর্জন্ম-রহিত। কিন্তু বাচ্চারাও বোঝেনা। শ্রীমতানুসারে চলেনা তাহলে তরী পার কিভাবে হবে? তরী পার হওয়া মানে রাজপদপ্রাপ্ত করা। শ্রীমতের দ্বারাই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীমতানুসারে না চললে তখন অন্তিমসময়ে শেষ হয়ে যায়। সজনীদের মধ্যে সাথে করে সে-ই যাবে, যার প্রদীপ জাগ্রত থাকবে। যাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে তারা সঙ্গে থোড়াই যাবে ! অনন্য বাচ্চারাই যাবে। বাকি তো নম্বরের ক্রমানুসারে পরে আসবে কিন্তু পবিত্র তো সকলেই হবে। সকল আত্মারাও একই রকমের শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। প্রত্যেক আত্মার ভূমিকা আপন-আপন। একই রকমের পদ পেতে পারে না। অন্তিমে সকলের পার্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বৃক্ষ হলো কত বড়, কত মানুষ আছে। মুখ্যতঃ যে বড় বড় শাখা-প্রশাখাগুলি রয়েছে সেগুলি দেখা যাবে। প্রধান হলো ফাউন্ডেশন। বাকি তো পরে আসে, তাদের মধ্যে শক্তি কম থাকে। স্বর্গে সকলেই আসতে পারে না। ভারতই হেভেন ছিল। এমন নয় যে ভারতের বদলে জাপান ভূখণ্ড হেভেন হয়ে যাবে। এমন হতে পারে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি বাপদাদা এবং মাতা-পিতার আদরের হারানিধি জ্ঞান-নক্ষত্র বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস -- ২৪-০৪-৬৮

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, অন্যান্য কোনো ধর্ম-স্থাপক সকলের কল্যাণ করতে পারে না। তারা আসে, সকলকে সাথে করে নিয়ে আসে। যিনি লিবারেট(মুক্ত) করে গাইড করেন ওঁনারই গায়ন রয়েছে। তিনি ভারতেই আসেন। তাহলে ভারত হলো সবচেয়ে উঁচু দেশ। ভারতেরই অত্যন্ত মহিমা করতে হবে। বাবা এসে সকলের সদ্গতি করেন, তবেই শান্তি আসে। বিশ্বে শান্তি ছিল সৃষ্টির আদিতে, স্বর্গে এক ধর্ম ছিল। এখন ধর্ম হলো অনেক। বাবাই এসে শান্তি স্থাপন করেন। কল্প-পূর্বের মতন করে থাকেন। বাচ্চারা, তোমরা জ্ঞান পেয়েছো সেইজন্য বিচার সাগরমন্থন চলতে থাকে। আর তো কারোর চলে না। এও তোমরা বোঝো। দেহ-অভিমানের কারণে দেহেরই পুজো করে থাকে। আত্মা পুনর্জন্ম তো অবশ্যই এখানেই নেবে, তাই না ! এখন তোমরা বোঝো -- পবিত্র তো হলেন একজনই। বাবাই গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে থাকেন যার দ্বারা সকলের সদগতি হয়ে যায়। এছাড়া হনুমান বা গণেশ ইত্যাদির মতন কোনো কিছু হয় না। এই সবকিছুকে বলা হয়ে থাকে পূজারী। আচ্ছা !

আত্মারূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের বাবা ও দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন, শুভ রাত্রি। আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে আত্মারূপী বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শাস্তি ভোগের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ বের করে একমাত্র বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়ে দিতে হবে। অন্তিম সময়ে বাবা ব্যতীত কেউই যেন স্মরণে না আসে।

২) নিরহংকারী হয়ে সাইলেন্সে থেকে কাঁটা (কাঁটারূপী আত্মা) থেকে ফুলে পরিণত করার পরিশ্রম করতে হবে। শ্রীমতানুসারে অন্ধের লাঠি হতে হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ- সমর্থ সংকল্পের দ্বারা জমার খাতা বৃদ্ধিকারী হোলিহংস ভব

যেমনভাবে হংস কাঁকর আর রত্নকে আলাদা করে, তেমনই তোমরাও হলে হোলিহংস অর্থাৎ সমর্থ এবং ব্যর্থের পরখকারী। যেমন হংস কখনো কাঁকরকে তুলতে (ভোজন) করতে পারে না, আলাদা করে রেখে দেয়, ফেলে দেয়, গ্রহণ করে না। তেমনই তোমরা হোলি হংসরাও ব্যর্থকে ত্যাগ করে সমর্থ সংকল্পকে ধারণ করো। ব্যর্থ তো অনেক সময় ধরে শুনেছো, বলেছো, করেছো কিন্তু তার ফলে সবকিছু হারিয়েছো। এখন হারিয়ে ফেলা নয়, তোমরা হলে জমার খাতা বৃদ্ধি প্রাপ্তকারী।

স্লোগানঃ- নিজেকে ঈশ্বরীয় মর্যাদার কঙ্কনে বেঁধে নাও তাহলেই সর্ববন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;